

নন্দকিশ্বেবরী শক্তপীঠ

নন্দীকেশ্বেবরী সতীপীঠ

নন্দীকেশ্বেবরী শক্তপীঠ:- এই সতীপীঠটি বীরভূমের সাঁইথিয়াতে অবস্থিত । বষ্ণুর চক্রে খন্ডিত হয়ে মাতা সতীর কণ্ঠের হার মতান্তরে কণ্ঠের অস্থি(দবীর মৃতদেহেরে ঘাড.-হাড.) এখানে পততি হয় । বর্তমান মন্দিরটি 1913 সালে নির্মিত হয়েছিল ।

দবীর হস্তে অবস্থিত সকল আভূষণ এমনকি হস্তেরে পদ্মটিও এক একটি দবী শক্তি । সুতরাং দবীর কন্ঠমাল্য থেকে দবী সৃষ্টি হতেই পারে । পীঠনির্গয়তন্ত্র শাস্ত্রে লিখিত আছে -

হার পাতো নন্দপুরে ভৈবনন্দকিশ্বেবরঃ নন্দিনী সা মহীদবী তত্র সদ্দিধি ভবাপ্লুয়াত্ ॥

দবীর নাম এখানে নন্দিনী । ভৈব হলেন নন্দকিশ্বেবর । অনেকে এই দবীকে নন্দকিশ্বেবরী বলে ডাকেন । দবীর নামটি 'নন্দী' থেকে উৎপন্ন , যবে শবিরে বাহন, অনুসরণকারী এবং ঈশ্বরী মানেন দবী। যার অর্থ নন্দী দ্বারা যনি পূজিত। কালীপূজার সময়, এখানে আলাদা করে পূজা হয়, না। সারা বছরই পূজিত হন দবী।

তন্ত্রচূড়ামণি মতে এখানে দবীর কণ্ঠেরে মাল্যহার (কণ্ঠেরে অস্থি- দবীর মৃতদেহেরে ঘাড.-হাড.)পততি হয়েছিলো । বীরভূমের সাঁইথিয়া রলে স্টেশনের পাশেই ইঁটেরে পাঁচলি দয়ি ঘেরো দবীর মন্দির । একটি প্রাচীন বট গাছ এখানে আছে । মন্দিরে দবী সতীর অঙ্গশলি দেখা যায় । সেখানেই পূজা হয় । মন্দিরেরে প্রধান মূর্তিটি কালো পাথরেরে, যা এখন প্রায় লাল। কারণ ভক্তরা প্রার্থনার জন্য পাথরেরে গায়ে সন্দির দেন। দবীর একটি রূপালী মুকুট এবং তনিটি সোনালী চোখ । সেই লাল সন্দির লপ্তা অঙ্গশলিয়ার রূপেরে নয়ন, নাসিকা, কর্ণ, মুখ বসানো। পাশেই ভৈবেরে মন্দির ।

রাম-সীতা মন্দির, জগন্নাথ মন্দির, শবি মন্দির, মহা সরস্বতী মন্দির, মহা লক্ষ্মী-গণেশ মন্দির, লক্ষ্মী-নারায়ণ মন্দির, রাধা গোবিন্দ মন্দির, ভৈব নন্দীকেশ্বেবরী মন্দির, হনুমান মন্দির সহ উল্লেখযোগ্য কিছু মন্দির রয়েছে। একটি বিশাল পবিত্র গাছ রয়েছে যখনে ভক্তরো তাদের ইচ্ছা পূরণেরে জন্য লাল এবং হলুদ সুতা বাঁধেন।

ভগবতী মা নন্দিনী কে প্রনাম জানিয়ে বলি -

কমলদামল কোমলকান্তি কলাকলতিামল ভাললতে সকলবলিাস কলানলিয়ক্রম কলেচিলংকল হংসকুলে । অলকিলসঙ্কুল কুবলয়মণ্ডল মটালমিলিদ্বেকুলালকিলে জয় জয় হে মহাশাসুরমর্দনি রম্যকপর্দনি

শলৈসুতে ।।

এৰ অৰ্থ- হে মাতঃ । তোমাৰ সুন্দৰ প্ৰশস্ত ললাট খানি পদ্ম পত্ৰেৰে মতো অমলনি
নশ্বিকলঙ্ক, তুমি ক্ৰমবৰ্ধমান চন্দ্ৰকলার মতো উজ্জ্বল ও মনোহৰণ কান্তিময়ী, সৰ্ব বধি
নৃত্যকলা ভঙ্গিমা বলিাসতি হংসগতহি তোমাৰ চলনভঙ্গি । তোমাৰ মস্তকৰে চূড়ার মতো বদ্ধ
কশে অলকিুল সমাবৃত বকুল ফুল, সেই মটোমাছৰি দল যমেন কৰে পদ্মফুলে দলে ভীড় কৰে ঠকি
তমেন ভাবেই তারা সেই বকুল ফুলৰে দকি ধাবমান । তুমি শলৈসুতা জটাজুটধাৰিণী পাব্ৰতী ।
তুমি মহিষাসুৰ বধ কৰছো । তোমায় জয় হোক ।

লাল রঙৰে মন্দিৰেৰে পৰিামডাল গম্বুজটি দৰ্বেী নন্দিনীৰ গৰ্ভগৃহকৈ নৰ্দ্দেশে কৰে যখনে তিনি
নন্দিকেশ্বৰ নামে পৰিচিতি তার ভৱৈবৰে সাথো পূজতি হন। সখনে কোনো মূৰ্তি নহে,
দবেতাকে কচ্ছপৰে আকৃতিৰি পাথৰ হসিবে পূজা কৰা হয়., যা সিঁদুৰে ডুবানো হয়। দবেতা একটি
ৰটোপ্য মুকুট এবং তিনিটি সোনালী চোখ দয়ি শোভতি। ভক্তরা তাদৰে ইচ্ছা পূৰণৰে জন্ম
মন্দিৰেৰে পাশে অবস্থতি প্ৰাচীন বটগাছৰে উপৰ একটি লাল বা হলুদ ধাগা (সুতো) বঁধে রাখে।

সাধক বামাখ্যাপা যখন মায়ৰে দেখো পাওয়ার জন্ম তারাপীঠে সাধনা কৰছনে, আকুল হয়ে মা কে
ডাকছনে, ঠকি সেই সময় তাঁকে স্বপ্নে দেখো দনে মা নন্দীকেশ্বৰী। বামাখ্যাপাকে মা
নন্দীকেশ্বৰী স্বপ্নাদশে দনে আগতে তাঁৰ পূজো কৰতে, তারপৰেই সিঁদ্ধিলাভ হবো। স্বপ্নাদশে
পয়ে বামাখ্যাপা মা নন্দীকেশ্বৰীৰ দ্বাৰে পূজো দনে এবং এবং সিঁদ্ধিলাভ কৰনে। তারপৰ থেকে
আজও তারাপীঠৰে দৰ্শনাৰ্থীদৰে অনেকেই যাতায়াতৰে পথে মা নন্দীকেশ্বৰীৰ মন্দিৰে প্ৰণাম
কৰে যান।

জয়. জয়. নন্দিকেশ্বৰী

নন্দীকেশ্বৰী মন্দিৰটি নন্দীপুৰ গ্ৰামে অবস্থতি, যা এখন পশ্চিমবঙ্গেৰে বীৰভূম জলোৱ
সাঁইথিয়া শহৰেৰে একটি অংশ । সাঁইথিয়া শহৰটি ময়ূৰাক্ষী নদীৰ তীৰে অবস্থতি। নন্দীকেশ্বৰী
মন্দিৰেৰে নামানুসারে সাঁইথিয়া 'নন্দীপুৰ' নামেও পৰিচিতি। সাঁইথিয়া হল বীৰভূম জলোৱ সিঁডি.
সদৰ মহকুমাৰ একটি শহৰ ও পটৌসভা।

নন্দীকেশ্বৰী মন্দিৰি এৰ অন্যান্য মন্দিৰি শবি মন্দিৰি, মহা সৰস্বতী মন্দিৰি, মহা লক্ষ্মী
গণশে মন্দিৰি বশিণু লক্ষ্মীৰ মন্দিৰি রাধা গোবিন্দ মন্দিৰি, ভৱৈব নন্দীকেশ্বৰী মন্দিৰি,
হনুমান বজ্ৰংবলী মন্দিৰি এছাড়াও একটি প্ৰাচীন বটগাছ রয়েছে যা মন্দিৰেৰে অভ্যন্তৰে স্থাপন
কৰা হয়েছে এবং ভক্তরা এই পবিত্ৰ স্থানে মা দুৰ্গাৰ উদ্দেশ্যে লাল রঙৰে দডি দয়ি বঁধনে।

Address: 165, Mayurakshi Sarani, Beside Sainthia Rail station,
Sainthia, West Bengal, PinCode:-731234

Nandikeshwari Temple Opening & Closing Timing:

Daily Temple Open From 06:00 A.M -to -01:00 P.M and 05:00 P.M -
to 01:00 P.M

Daily Temple Close From 01:00 P.M-to- 05:00P.M

সকাল 6.00 টা থেকে 10.00 টা পর্যন্ত মন্দিরিরে দরজা ভক্তদের জন্য খোলা থাকে।

মন্দিরিরে আচার-

বুদ্ধ পূর্ণিমা বা বৈশাখী পূর্ণিমা (পূর্ণিমা) এবং কালী পূজার শুভ উপলক্ষে সাঁইথিয়ার এই মন্দিরিরে বিশিষে পূজা ও যজ্ঞ করা হয়।

নতিয পূজা, পূজা ও আরতি ছাড়াও প্রতিদিন দুপুরে মাতা নন্দীকেশ্বরীকে অন্ন-ভোগ দেওয়া হয়। পরে দর্শনার্থীদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

